প্রবাসীর মুখ

সম্প্রতি যুগান্তর পরবাস বিভাগ ঘুরে গেলেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সঙ্গীত শিল্পী অমিয়া মতিন ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ম্যাগাজিন সিডনি বাংলার সম্পাদক আবদুল মতিন। এই গুণী প্রবাসী দম্পতির সঙ্গে তাদের যাপিত জীবন ও প্রবাসে বাংলা গান চর্চা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন পরবাসের বিভাগীয় সম্পাদক **শাকিল মামুদ**

সিডনিতে আছি ১০ বছর ধরে। মূলত বিয়ের কারণেই দেশের বাইরে চলে যেতে হয়। দেশে আমি ছোট বেলা থেকেই গান শিখেছি। বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠানে গান করেছি। বিদেশে নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে সময় লাগলো। বিদেশে আমার কোন হারমোনিয়াম বা সঙ্গীত ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে যেতে পারিনি। এখানে বলে রাখি, বিয়ের পরপরই যাই নরওয়েতে আমার হাজবেন্ডের কাছে। তো, ওখানের একটা অর্গানাইজেশনে হারমোনিয়াম ছিল এবং একটা জোগাড় করা গেছে। ওটা দিয়ে আমি বাসায় গান চর্চা করতাম। বাসায় কেউ এলে গান শুনতে চাইত, গান করতাম। বাঙালি যে প্রোগ্রামগুলো হতো প্রায় সবগুলোতে অংশ নিতাম। নরওয়েতে আমরা ৩-সাড়ে তিন বছরের মতো থাকি। ওখান থেকে আমেরিকায় গেলাম। ওখানেও নানা ধরনের কালচারাল গ্রুপের সঙ্গীত সন্ধ্যায় অংশ নিতাম। আমেরিকায় ছিলাম ৪ বছর। তারপর তো আমরা অস্ট্রেলিয়াতে চলে আসি। অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘ ১০ বছর ধরে আমরা আছি। তবে আমি মনে করি আমার সঙ্গীত জীবনের মোটামুটি শুরু অস্ট্রেলিয়াতেই। মানে– চর্চার দিক দিয়ে বলেন, পরিবেশের দিক দিয়ে বলেন...।

আমার প্রথম সিডিটা প্রকাশিত হয় অবশ্য ঢাকার সঙ্গীতা থেকে। ওটার শিরোনাম ছিল যেতে যেতে কিছু কথা। তারপর অস্ট্রেলিয়ায় আমি সঙ্গীত চর্চা চালিয়ে যেতে থাকি এবং পরবর্তী সময়ে ২০০২-এর শেষের দিকে কলকাতা থেকে দুটো অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। তারপর তো এবার দেশে এসে রিসেন্টলি একটা সিডি বের করলাম। এটা হচ্ছে ৪ নম্বর সিডি। আমি চাকরিও করছি। অস্ট্রেলিয়ায় আমি একটা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আছি। তার নাম হচ্ছে প্রতীতি।

প্রতীতি বেশ ভাল কোয়ালিটির প্রোগ্রাম করে। নববর্ষ বা রবীন্দ্র জয়ন্তীসহ বিভিন্ন অকেশনে প্রোগ্রাম হয়। এছাড়া আমি আরও একটা সংগঠনের সঙ্গে মোটামুটি ভালই জড়িত আছি। সেটি একুশে একাডেমী। একুশেতে মূলত ভাষাকে কেন্দ্র করেই সঙ্গীত চর্চা হচ্ছে। প্রতি একুশে ফেব্রুয়ারি তারা বড় একটা অনুষ্ঠান করে। সেখানে আমি গান পরিবেশন করে থাকি। এছাড়া আরো অনেকগুলো কালচারাল সংগঠন আছে যারা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করছে, সেগুলোতেও আমি অংশগ্রহণ করি। অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রায় বাংলা অনুষ্ঠানে আমি অংশ নিয়ে থাকি।

প্রবাসে বাংলা সঙ্গীত চর্চা করতে গিয়ে এতটুকু বলতে পারি, যখন আমরা দেশে থাকতে গান করেছি তখন আমি গানের স্কুলে যেতাম। আমরা অনেকে মিলে শিখতাম। তার একটা আলাদা আনন্দ ছিল। এখন যেমন দেশের বাইরে আমাকে একা একা চর্চা করতে হয়। শুধু চর্চার পদ্ধতি যদি বলেন, সেটা আমার একা একাই করতে হচ্ছে। তাছাড়া কোন জায়গায় হয়তো আমি নিজেই নিজের সঙ্গীত শিক্ষক। দেশে একটা অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অনেকে হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারতেন। সেটা প্রবাসে হয় না। তবে মামার হাজব্যান্ডের সার্বিক সহযোগিতার জন্য সবকিছু সহজ হয়ে ওঠে।

সিডনিতে আমি বেশিরভাগ সময় অফিসেই থাকি। বাসায় আসতে আসতে সন্ধ্যা ৬টা-সাড়ে ৬টা বেজে যায়। তারপর বাচ্চা, সংসার মিলিয়ে খুব অল্প সময় থাকে। ওর মাঝখানে চেষ্টা করি আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা গানের চর্চার সময় রাখতে। খুব ব্যস্ততার পরও চেষ্টা করি যতটুকু সময় পাই গান চর্চা করার। সিডনিতে কোন অনুষ্ঠান হলে মিডিয়াগুলো এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সবাই দু'মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। যখন মিডিয়াতে দেখি অমুক দিন একটি অনুষ্ঠান হবে তখন আমরা ওইদিনটি ফ্রি রাখি। সেক্ষেত্রে একটি অনুষ্ঠানে দর্শক প্রচুর হয়। সিডনিতে সব ধরনের গানেরই শ্রোতা আছে। হয়তো একটা অকেশন হচ্ছে– সেখানে নজরুল কিংবা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া ও শোনা হচ্ছে। এছাড়া যদি স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস বা একুশে উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয় সে সময় ভাষা ও দেশের গান হয়। এছাড়া ঈদ আনন্দ, পূজায় মিক্সড গান গাওয়া হয়। পুরনো দিনের গান, আধুনিক বাংলা গান কখনও মুর্শিদি– মোটামুটি সব ধরনের গানের কম্বিনেশন থাকে।

সিডনিতে বাংলা গানের সিডি অনেক পাওয়া যায়। বাংলা গানের সিডি মেলাও হচ্ছে। মেলায় বাংলা সিডি বিক্রি হচ্ছে। স্টলে রাখা হচ্ছে। তারপর বিভিন্ন বাঙালি ইন্ডিয়ান দোকান আছে, যেখানে প্রচুর সিডি পাওয়া যাচ্ছে।

সিডনিতে যারা অনেক বছর ধরে আছেন বা যারা সিডনিতে বড় হয়ে উঠেছেন, তারাও বাসায় বসে বাংলা গান শুনছেন। সিডনিতে অনেক স্কুল আছে, বাচ্চাদের বাংলা গান শেখানো হচ্ছে। বাচ্চারা বাংলা গান শিখছে। যেমন আমার মেয়েটার বয়স ১৫। ছোটটার বয়স দুই বছর। বাসায় যেটুকু সময় পাই আমার মেয়েকে বাংলা গানের তালিম দিই। ও রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারে। ক্লাসিক্যাল একটু একটু শিখছে। বাংলা গান ভালই বাজিয়ে গাইতে পারে। অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করে প্রতিবছর। দেশে থাকলে হয়তো আমার মেয়ে বেশ সুযোগ পেত ওখানে তা পাচ্ছে না।

তারপরও ভাল করছে। আমার মেয়ের জন্ম নরওয়েতে। আমরা দেশে আসি দুই বছর পরপর। সে কারণে আমি মনে করি ও কিছুটা ইজি ফিল করবে কথা বলতে। যদিও খুবই ভাল বাংলা বলতে পারে। লিখতে পারে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু বুঝি, ইংরেজিতে ও হয়তো বেশি ফিল করে। বাংলাকে একটু হয়তো কঠিন মনে হয় তার কাছে। তবে উৎসাহটা যতটা পাচ্ছি, ভাল। আমিও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি যতটুকু পারছি। কিছুদিন আগে ওদের স্কুলে একটা প্রোগ্রাম হয়ে গেল। প্রোগ্রামে আমার মেয়েকে সেই রোলটা দেয়া হয়েছিল এবং ওর গলা অনেক ওপর পর্যন্ত যায়। বাংলাটা করে তবে একটু বলতে হয় বাবা এইটা কর। বাংলাদেশের অনেক গান আছে ওর পছন্দ। রিমিক্স যেগুলো পুরনো দিনের গান, সেগুলোর মধ্যে কিছু গান ওর পছন্দের আছে।

যুগান্তর পরবাস স

পলাশ রহমান ইতালি, ভেনিস থেকে

বিজয়ের আলে

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মহান বিজয় দিবস পালন করলেন ভেনিসের যুগান্তর পরবাস সমাবেশ। স্থানীয় ওভারল্যান্ড ট্রাভেলের সার্বিক সহায়তায় এ উৎসবে ছিল বিজয়ের আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় সভাপতির উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিজয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিকাল তিনটা থেকেই অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপলক্ষে ভেনিস ম্যাস্ত্রের পিয়াচ্ছা ফেরারেত্তর সালা সান লরেনছ বর্ণাঢ্য সাজে সাজানো হয়। সমাবেশের একদল তরুণ মিয়া মোহাম্মদ মামুন, রহমান বেপারি (টিটু), আলী হোসেন, হাবিবুর ইসলাম, জেসমিন আক্তার (জুঁই) আলী হাফাই, রিমন উদ্দীন, আল আমীন, কামাল খাঁন, মাকসুদুর রহমান এতে সার্বিক সহযোগিতা করেন। বিকাল সোয়া পাঁচটায় প্রধান অতিথি বরেণ্য সেবক, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলী, কমিউনিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজাহার শরীফ ও সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা সান লরেনছ-এ হাজির হন। একটু পরেই প্রধান বক্তা ও তারকা খ্যাত উপস্থাপক রনি আকতার ও হাবিবুর রহমান মিঠু আসেন। এ সময় সংগঠনের সদস্যরা তাদের শুভেচ্ছা জানান।

এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুগান্তর পরবাস ও সমাবেশ ভেনিসের সভাপতি সৈয়দ কামরুল (ছারোয়ার)। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রবাসীর উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ সান লবেনছয়। সভাপতি বিজয়ের আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর স্বাগত বক্তব্য নিয়ে আসেন ভেনিসের তরুণ কমিউনিটি নেতা সোহানুর রহমান উজ্জ্বল ও অধ্যাপিকা ক্লাউডিয়া মানতোভান। আলোচনা করেন ইতালির প্রবাসী কমিউনিটির জনপ্রিয় উপস্থাপক হাবিবুর রহমান (মিঠু), কমিউনিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক চেয়ারম্যান আজাহার শরীফ, নোমান ফাতেমী, চৌধুরী গালীব হায়দার, রেজাউল করিম মৃধা, জুলফিকার রহমান, জিয়াউল হক, নাসির উদ্দীন কিশোর, সোহেলা আক্তার বিপ্লবী, মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম সবুজ, শামিম মৃধা, জুয়েল আনোয়ার প্রমুখ। পরবাসের বিভাগীয় সম্পাদক ও পরবাস সমাবেশের প্রধান উপদেষ্টা শাকিল মামুদের ঢাকা থেকে পাঠানো লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান হয়। প্রধান অতিথি মোহাম্মদ আলী তার বক্তব্যে বলেন, বিজয়ের ৩৪ বছর পার হয়েছে, আনন্দের বিষয়। কিন্তু ভুল রাজনৈতি আমাদের প্রিয় দেশটি আজ কঙ্কালস মুহূর্তে আজ আমাদের আলোচনা ক মাল ও জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে। স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের অপতপরতা জেএমবি জুজুর বোমা আতঙ্কে রয়েছে মানুষ মঙ্গাকবলিত। সেখানে খাদ অভাবে মানুষগুলো প্রতিদিন মৃত্যুর লজ্জা আমাদের গোটা জাতির। তি শীর্ষ সংবাদপত্র দৈনিক যুগান্তর পর সংস্কৃতি চর্চার জন্য, সুখ-দুঃখ, ক করার জন্য, দেশের স্বার্থ রক্ষা ও ক নিরসনের জন্য এক মহৎ উদ্যোগ

আমি মনে করি...

সাজেদুল করিম পলাশ, মালয়েশিয়া থেকে

আমি মালয়েশিয়া প্রবাসী একজন বাংলাদেশী। আমি মনে করি বাংলাদেশে ছুটির দিন পরিবর্তন হওয়া উচিত। এখন এই আধুনিক বিশ্বে আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে শুক্র-শনি দুই দিন ছুটি। এর পরিবর্তন হওয়া উচিত। এটি শুধু আমার নিজস্ব অভিমত। মালয়েশিয়াসহ একাধিক মুসলিম দেশের ছুটির দিনটি রোববার। আমি সবাইকে সাপ্তাহিক ছুটির দুই দিন পরিবর্তনের জন্য ভূমিকা রাখতে বলব। তাহলে বিশ্বের যোগাযোগ থেকে আমাদের তিন দিন বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে না।

প্রত্যাশায় প্রত্যাশা

তানবীর ইংল্যান্ড থেকে

পৃথিবীর ধনী দেশগুলোর অন্যতম এবং আদি স বসবাস করছি আমি। এবার ঠাণ্ডার প্রকোপ সেলসিয়াসে নেমেছিল। মেরী ক্রিসমাসের আয়ে এবং সাজ-সাজ রব। এখানে ছাত্ররাজনীতি ঘেরাও। এরই মাঝে বয়ে চলছে জীবন। কিন্তু দেশ-মাটি, জাতি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদে ঘুম থেকে জেগে উঠি না। ভোরের শিশির পা জ কলকল ধ্বনি শুনে বিমোহিত হই না। তবুও সম মাঝে মাঝে মনে হয় চলে আসি দেশে। কিন্তু স হয় না। এছাড়া এক পাউন্ড সমান একশত বা টাকার লোভ সামলাতে পারি না। বাংলাদেশে মেয়েদের সঙ্গে সহজে খাপ-খাওয়াতে পারি না

আমি একজন

রহমান গ্রিস থেকে

আমি একজন অবৈধ ব্যক্তি। আমি জানি অবৈধ ২ বছর হল। আমার কোন বৈধ কাগজপত্র নেই প্রতিটি দেশের মানুষ বৈধ, তবে বাংলাদেশ ছাড়া দূতাবাস নেই। অনুমতি আছে তিন মাসের, কিন্তু গ্রিসে অবৈধ লোকের সংখ্যা আছে ৭০০০, কিন্তু আর বাকি ৫০০০ পাসপোর্ট পায়নি। আপনাকে থাকতে হবে। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে, হাস দরকার। প্রতিটি জায়গায় আপনার পাসপোর্ট দ এগিয়ে আসুন।